5538 - মাহরাম পুরুষ কারা; যাদরে সামনে নারীর পর্দা করতে হয় না

প্রশ্ন

যে সব পুরুষরে সামনে নারীর পর্দা না-করা জায়যে তারা কারা?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

মাহরাম পুরুষরে সামনে নারীর পর্দা না করা জায়যে।

নারীর জন্য মাহরাম হচ্ছে ঐসব পুরুষ যাদরে সাথে উক্ত নারীর ববৈাহকি সম্পর্ক চরিতরে হারাম; সটো ঘনষ্টি আত্মীয়তার কারণে। যমেন পতিা, যত উপররে স্তরে হোক না কনে। সন্তান, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে। চাচাগণ। মামাগণ। ভাই। ভাই এর ছলেে। বোনরে ছলেে।

কংিবা দুধ পানরে কারণে। যমেন- নারীর দুধ ভাই। দুধ-মা এর স্বামী।

কংিবা ববৈাহকি সম্পর্করে কারণে। যমেন- মা এর স্বামী। স্বামীর পতিা, যত উপররে স্তররে হোক না কনে। স্বামীর সন্তান, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে।

নীচে বস্তিারতিভাবে মোহরমেরে পরচিয় তুলে ধরা হল:

রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দরে মধ্যে যারা মাহরাম তাদরে কথা সূরা নূর এ আল্লাহ্র এ বাণীতে উল্লখে করা হয়ছে: "তারা যনে তাদরে সাজসজ্জা প্রকাশ না কর, তবে নম্নিোক্তদরে সামনে ছাড়াস্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ, নজিরে ছলে, স্বামীর ছলে, ভাই, ভাইয়রে ছলে, বোনরে ছলে...।[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] তাফসরিকারকগণ বলনে: নারীর রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম পুরুষগণ হচ্ছনে- এ আয়াতে যাদরেকে উল্লখে করা হয়ছে কংিবা এ আয়াতে যাদরে ব্যাপারে প্রমাণ রয়ছে; তারা হচ্ছে-

এক: পতিাগণ। অর্থাৎ নারীর পতিাগণ, যত উপররে স্তররে হোক না কনে। সটো বাপরে দকি থকেে হোক কংিবা মায়রে দকি থকেে হোক। অর্থাৎ পতিাদরে পতিারা হোক, কংিবা মাতাদরে পতিারা হোক। তব, স্বামীদরে পতিাগণ ববৈাহকি সম্পর্করে দকি থকেে মাহরাম হব, এ ব্যাপারে একটু পরে আলোচনা করা হব।

দুই: ছলেরো। অর্থাৎ নারীর ছলেরো। এদরে মধ্যে সন্তানরে সন্তানরো অন্তর্ভুক্ত হব, যত নীচরে স্তররে হোক না কনে,

সটো ছলেরে দকি থকেে হোক, কংিবা ময়েরে দকি থকেে হোক। অর্থাৎ ছলেরে ছলেরো হোক কংিবা ময়েরে ছলেরো হোক। পক্ষান্তরে, স্বামীর ছলেরো: আয়াতে তাদরেকে 'স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছলে' বলা হয়ছে; তারা ববৈাহকি সম্পর্করে কারণে মাহরাম হবে; রক্ত সম্পর্করে কারণে নয়। একটু পরইে আমরা সটো বর্ণনা করব।

তনি: নারীর ভাই। সহোদর ভাই হোক; কংিবা বমৈাত্রয়ে ভাই হোক; কংিবা বপৈত্রিীয় ভাই হোক।

চার: ভ্রাতৃপুত্রগণ; যত নীচরে স্তররে হোক না কনে, ছলেরে দকি থকেে কংিবা ময়েরে দকি থকেে। যমেন- বোনরে ময়েদরে ছলেরো।

পাঁচ: চাচা ও মামা। এ দুই শ্রণেী রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় হসিবেে মাহরাম। কন্িতু, উল্লখেতি আয়াতে তাদরেকে উল্লখে করা হয়নি। কনেনা তারা পতিামাতার মর্যাদায়। মানুষরে কাছওে তারা পতিামাতার পর্যায়ভুক্ত। চাচাকে কখনও কখনও পতিাও বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তোমরা কি উপস্থতি ছলিে, যখন ইয়াকুবরে মৃত্যু নকিটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদরে বললঃ আমার পর তোমরা কার ইবাদত করব? তারা বললো, আমরা তোমার পতি-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকরে উপাস্যরে ইবাদত করব। তনিি একক উপাস্য।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৩৩] ইসমাঈল (আঃ) ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তানদরে চাচা ছলিনে। [তাফসরি আল-রাযি (২৩/২০৬), তাফসরি আল-কুরতুবী (১২/২৩২, ২৩৩), তাফসরি আল-আলুসি (১৮/১৪৩), ফাতহুল বায়ান ফি মাকাসদি আল-কুরআন (৬/৩৫২)]

দুধ পানরে কারণে যারা মাহরাম:

নারীর মাহরাম কখনও দুধ পানরে কারণে সাব্যস্ত হতে পারে। তাফসরিে আলুসতিে এসছে, যে মোহরমেরে সামনে নারীর সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ সে মাহরাম রক্ত সম্পর্করে কারণে যমেন সাব্যস্ত হয় আবার দুধ পানরে কারণওে সাব্যস্ত হয়। তাই, নারীর জন্যে তার দুধ পতিা ও দুধ সন্তান এর সামনে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ।[তাফসরিে আলুসি (১৮/১৪৩)] কনেনা দুধ পান এর কারণে যারা মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মোহরমেরে ন্যায়; এদরে সাথে ববৈাহকি সম্পর্ক চরিতরে নষিদ্ধি। পূর্বোক্ত এই আয়াতটরি তাফসরি করাকালে ইমাম জাস্সাস এ দকিে ইশারা করে বলনে: "আল্লাহ্ তাআলা যখন পতিৃবর্গরে সাথে সসেব মাহরামদরেও উল্লখে করলনে যাদরে সাথে ববিাহ বন্ধন চরিতরে হারাম এতে করে এ প্রমাণ পাওয়া গলে য, মাহরাম হওয়ার ক্ষত্রেে যে তাদরে পর্যায়ে তার হুকুম তাদরে হুকুমরে মতই। যমেন- শাশুড়ি ও দুধ পান সম্পর্কীয় মাহরামবর্গ প্রমুখ।[আহকামুল কুরআন (৩/৩১৭)]

রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়: হাদসিে এসছে, রক্ত সম্পর্কীয় কারণে যারা যারা মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণে তারা তারাই মাহরাম হয়। এ হাদসিরে অর্থ হল, বংশীয় সম্পর্করে কারণে যমেন কছিু লোক নারীর মাহরাম হয়; তমেনি দুগ্ধ সম্পর্কীয় কারণওে কছিু লোক নারীর মাহরাম হয়। সহহি বুখারীতে আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছে য, পর্দার বধিান নাযলি হওয়ার পর আবু কুয়াইস এর ভাই আফলাহ একবার

আয়শো (রাঃ) এর সাথে দখো করার অনুমতি চাইল; তনিি হচ্ছনে- আয়শো (রাঃ) এর দুধ চাচা। কন্িতু, আয়শো (রাঃ) অনুমতি দতিে অস্বীকৃতি জানান। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলনে তখন আয়শো (রাঃ) বষিয়টি জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দয়োর নর্িদশে দনে।[সহহি বুখারী শরহে কুসতুল্লানসিহ ৯/১৫০; ইমাম মুসলমিও এ হাদসিটি বর্ণনা করছেনে। সহহি মুসলমিরে ভাষায় "উরউয়া (রাঃ) আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি তাকে জানয়িছেনে যে, একবার তার দুধ চাচা 'আফলাহ' তার সাথে দখো করার অনুমতি চাইলনে। কন্িতু, তনিি তাকে বারণ করলনে। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বষিয়টি জানালে তনিি বললনে: তার থকেে পর্দা করতে হবে না। কারণ রক্ত সম্পর্করে কারণে যে সব আত্মীয় মাহরাম হয় দুগ্ধ সম্পর্করে কারণওে সসেব আত্মীয় মাহরাম হয়।[সহহি মুসলমি বি শারহনি নাবাবি ১০/২২]

নারীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয় রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রে মত:

ফকিাহবদিগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্টাভাবে উল্লখে করছেনে যে, দুগ্ধপানরে কারণে যারা কোন নারীর মাহরাম হয় তারা রক্ত সম্পর্কীয় মাহরামদরে ন্যায়। তাই দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দরে কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ; ঠকি যভোবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দরে কাছে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা বধৈ। সে সব মোহরমেরে জন্য উক্ত মহলিার ঐ সব অঙ্গ দখো জায়যে আছে রক্ত সম্পর্কীয় মোহরমেরে জন্য যা কছিু দখো জায়যে আছে।

বৈবোহকি সম্পর্করে কারণে যারা মাহরাম হয়:

বৈবোহকি সম্পর্করে কারণে সসেব পুরুষ মাহরাম হয় যাদরে সাথে ববিাহ চরিতরে নষিদ্ধি। যমেন, বাপরে স্ত্রী, ছলেরে বউ, স্ত্রীর মা।[শারহুল মুন্তাহা ৩/৭]

অতএব, বৈবোহকি সম্পর্করে কারণে যারা মাহরাম হবে: পতিার স্ত্রীর ক্ষত্রেে সে হবে এ নারীর অন্য ঘররে সন্তান। সন্তানরে স্ত্রী যহেতেু তনিি পতিা। স্ত্রীর মা, যহেতেু তনিি স্বামী। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল-নূর এ বলনে: "আর তারা যনে তাদরে স্বামী, পতিা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র... ছাড়া কারো কাছে তাদরে সৌন্দর্য প্রকাশ না কর"[সূরা নূর, আয়াত: ৩১] শ্বশুর, স্বামীর পুত্র বৈবোহকি সম্পর্করে মাধ্যমে মাহরাম। আল্লাহ্ তাআলা এ শ্রণেীকে নারীর নজিরে পতিা ও পুত্ররে সাথে উল্লখে করছে এবং সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার ক্ষত্রেে সমান বধিান দয়িছেনে।[আল-মুগনী (৬/৫৫৫)]